প্রথম পর্বের লিঙ্ক : http://www.muktomona.com/Articles/n_manik/hotta_nirjantoner_kotha1.pdf

রাস্ট্র /মোল্লা দ্বারা ইসলামের নামে মুসলিম ঁজ্ঞানীঁদের হত্যা ও নিযার্তনের কথা-২

নুরুজ্জামান মানিক

খ) নির্যাতিত দার্শনিকগণঃ

প্রথম আরব দার্শনিক **আল কিন্দি** (৮০১ মতান্তরে ৮০৩-৮৭৩ খ্রীঃ) ছিলেন দর্শন, গনিত, জ্যামিতি,জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, পদার্থ, চক্ষুবিজ্ঞান,আবহাওয়াবিদ্যা,ভুগোল, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ফার্মেসী , রাস্ট্রবিজ্ঞান , মনবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী । দর্শনে নব্যপ্লেটোবাদ ও পিথাগোরিয়বাদ এর প্রতি তার ঝোক ছিল এবং মুসলিম ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে সেকালের প্রগতিশীল মুতাজিলাবাদ এর প্রতি তার অনুরাগ ছিল। তার রচনাবলী/গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ২৬৫/২৭০ । দূর্ভাগ্যবশত , তার অল্পসংখ্যক গ্রন্থই বর্তমানে বিদ্যমান। আল কিন্দি অনুদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আরিস্ততলের 'মেটাফিজিক্স ', টলেমীর ভুগোল এবং প্লোটিনাসের 'এন্নিয়ার্ডস' উল্লেখ্যযোগ্য। তার কিছু কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ *ক্রোমানার জেরার্ড* কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়। তাতে করে আল কিন্দি'র রচনাবলী মধ্যযুগের ইউরোপীয় চিন্তাকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করে। *কার্ডানো* তাকে পৃথিবীর ১২জন মহাপুরুষের একজন বলে অভিহিত করেছেন। তার বেজ্ঞানিক জ্ঞান ও রচনার বিস্তৃত পরিসর বিবেচনায় আল সিজিস্তানী প্রমুখ ইতিহাসবিদ তাকে একজন পাকাপোক্ত বিজ্ঞানী ও গনিতবিদ বলে বর্ণনা করেছেন। বারশতকের টমাস আকুইনাস পর্যন্ত ইউরোপের সমস্ত দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের উপর আল কিন্দি'র মুলতত্ত (Basic Principle) এর একাধিপত্য ছিল । আজও ইউরোপ তাকে দর্শনের প্রথম পরিচায়ক ও ভাষ্যকার হিসেবে শ্রদ্ধা করে। সুনিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের জন্য তিনি দর্শনে গানিতিক পদ্বতির সমর্থন করেন। কিন্দি'র এই সুপারিশ আমাদের আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের জনক ডেকার্ট কথা মনে স্মরণ করিয়ে দেয়। আল কিন্দি'র জ্ঞানবিষয়ক মতবাদ হল-ইন্দ্রিয় বা কল্পনার দ্বারা জ্ঞান পরিবাহিত হয়। কল্পনা হচ্ছে ইন্দ্রিয় ওপ্রজ্ঞার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী শক্তি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধুনা কান্ট (১৮০৪) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ্ণ ও প্রজ্ঞার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কল্পনাকে ভেবেছেন বলে ধারণা করা হয় অথচ এ বিশেষ কৃতিত্ব বস্তত আল কিন্দি'র নিকট যায় যিনি কান্টের নয় শতাব্দী পুর্বে এ মতবাদের সুস্পস্ট রূপায়ন করেন। শারীরিক আলোকবিজ্ঞানে গানিতিক পদ্বতির প্রয়োগ তার জন্য রজার বেকন এর প্রশংসার বানী নিয়ে আসে। উইটলো সহ ত্রয়োদশ শতাব্দির অন্যান্য চিন্তাবিদ তাদের নিজ নিজ মতাবাদের চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

আল কিন্দি আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন, আল মুতাসিম ও আল ওয়াতিকের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন। তিনি বহু চেষ্টাকরে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু **তার দার্শনিক মতবাদ প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লা সমাজের মনপুত না হওয়ায় চাপের মুখে তাকে অধ্যাপনা থেকে অবসর নিতে হয়। মুহাম্মদ ও আহম্মদ নামক দু'জন ঈর্ষাপরায়ন ব্যক্তির কুৎসা রটনার প্রেক্ষিতে খলিফা মুতাওয়াক্কিল এর আদেশ মোতাবেক**

‘কুফর/ধর্মদ্রোহিতা’ অভিযোগে আল কিন্দিকে বেত্রাঘাত দ্বারা শাস্তি দেয়া হয় এবং তার গ্রন্থাগারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। খলিফা মুতামিদের আমলে তিনি পরলোকগমন করেন।

যুক্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে আল কিন্দি’র সমগোত্রিয়দের সবাই ছিলেন কমবেশী সংশয়বাদী বা অজ্ঞাবাদি । এ সংশয়বাদীদেরই এক সুস্পষ্ট দৃস্তান্ত লক্ষ্য করা যায় আল কিন্দির বিশিষ্ট শিষ্য আহমদ বিন আল তায়েব সারাখশির চিন্তায় । সারখশি ছিলেন আব্বাসীয় খলিফা আল মুতামিদের গৃহশিক্ষক। ৮৯৯ খ্রীস্তাব্দে তিনি নিন্দিত ও মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন। যতদুর জানা যায়, তিনি যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও জ্যামিতিতে পারদর্শী ছিলেন।

(চলবে)

References:

1. Sharif M M: Muslim Thought, Its Origin and Achievements, London, 1954.
2. Sharif M M: A History of Muslim Philosophy, 2 Vol , Wiesbaden ,1966.
3. Saeed Shekh: Studies in Muslim Philosophy 1962.
4. Hai S A: Muslim Philosophy, 2nd revised edition, Dhaka, 1982.
5. Kheirallah G D: Islam and the Arabian Philosophy, New York, 1938.
6. Robert L. Arrington [ed.] *A Companion to the Philosophers* 2001: Oxford, Blackwell
7. Peter J. King *One Hundred Philosophers* 2004: New York, Barron's
8. Sartan , Introduction to the History of Science , Baltimore,1927, Vol 1.

৯. আবদুল হামিদ , মুসলিম পরিচিতি ১৯৮৮
১০. এফ রহমান : প্রফেসী ইন ইসলাম, লন্ডন ১৯৫৪।
১১. আবদুল মওদুদ :মুসলিম মনীষা , ঢাকা ১৯৭০।
১২. আমিনুল ইসলামঃ মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন , বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫।
১৩. মো আবদুল হাকিম, মুসলিম দর্শন -চেতনা ও প্রবাহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৮।